Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

চেয়ারে বসে সালাত আদায়

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: জোবায়ের হাসান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

জুবাইদা জুবা

রোলঃ ২৩১০০১২০৯৪৩

৩১ মে, ২০২৬ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

চেয়ারে বসে সালাত আদায়

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: জোবায়ের হাসান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

জুবাইদা জুবা

রোলঃ ২৩১০০১২০৯৪৩

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

<u>প্রত্যয়ন পত্র</u>

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, " চেয়ারে বসে সালাত আদায় " বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে জুবাইদা জুবা, আইডিঃ ২৩১০০১২০৯৪৩ বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

<u>তত্ত্বাবধায়নেঃ</u>

মুফতি: জোবায়ের হাসান
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

<u>এক্সটারনালঃ</u>

মাও: জিল্লুর রহমান
তাজবীদ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, " চেয়ারে বসে সালাত আদায় " শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মুফতি: জোবায়ের হাসান উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব প্রচেষ্টায় প্রস্তুত করা হয়েছে, যেখানে প্রয়োজন অনুসারে বিভিন্ন উৎস থেকে সংগৃহীত তথ্য ব্যবহার করা হয়েছে এবং সেগুলো যথাযথভাবে তথ্যসূত্রে উল্লেখ করা হয়েছে।

(স্বাক্ষর)

জুবাইদা জুবা

আইডিঃ ২৩১০০১২০৯৪৩

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

তারিখঃ

৩১ মে, ২০২৬ ইং

সূচিপত্র

ভুমিকা:..5

১:দাড়িয়ে সালাত আদায়ের হুকুম..6

২: কারা চেয়ারে বসে সালাত আদায় করতে পারবেন..7

৩.সালাতের মূলনীতি: যতটুকু সম্ভব আসল নিয়ম বজায় রাখা 8

৪.কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ অবস্থা..9

৫/চেয়ারে সালাত আদায়ের সঠিক পদ্ধতি..10

৬)টেবিল বা উঁচু কিছুর উপর সিজদা করা 11

৭)চেয়ারে বসলে চেয়ার কোথায় রাখবেন? 12

৮) ফরজ ও নফল সালাতের পার্থক্য 13

৯) বিমান,বাস,ট্রেন,ও অফিসে চেয়ারে সালাত আদায়..14

১০) বসে সালাতের মৌলিক হাদীস 15

১১) অবৈধ বা অনুচিত অবস্থাসমূহ...16

১২) যাদের জন্য চেয়ারে বসে নামাজ পড়া নাজায়েজ...17

১৩) পুরো নামাজ যার জন্য চেয়ারে বসে পড়া জায়েয 18

১৪) চেয়ারে বসে নামাজের ক্ষেত্রে সিজদা আদায়ের পদ্ধতি...................................19

উপসংহার :...20

ভুমিকা:

ইসলামে সবচেয়ে বড় ইবাদাত এবং ঈমানের পর সবচেয়ে বড় ফরজ হচ্ছে নামাজ। কোরআন - সুন্নাহয় নামাজ আদায়ের নির্দেশ বারবার এসেছে।আর সালাত কায়েম করার অর্থ হলো নামাযের ফারায়েয ও আরকান,ওয়াজিবাত ও সুনান,আদাব ও মুস্তাহাব্বাত ইত্যাদি বিষয়গুলোর প্রতি যত্নবান হয়ে নামাজ আদায় করা।

নামাজের মূল ভিত্তি হল,তার আরকান ও ওয়াজিব গুলো। ইসলাম এমন একটি জীবনব্যবস্থা যেখানে মানুষের সক্ষমতা ও অসুবিধাকে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।সালাত ইসলামের দ্বিতীয় স্তম্ভ হলেও আল্লাহ তা'য়ালা বান্দার উপর এমন কোনো দায়িত্ব চাপিয়ে দেননি যা সে বহন করতে অক্ষম।বর্তমান সময়ে অসুস্থতা,বয়স্কতা,দুর্ঘটনা বা শারীরিক দুর্বলতার কারনে অনেকেই দাড়িয়ে সালাত আদায় করতে পারেন না।তাদের জন্য চেয়ারে বসে সালাত আদায়ের বিধান জানা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। মানবজীবনে সালাত এমন একটি ইবাদত, যা কোনো অবস্থাতেই সম্পুর্ন রহিত হয়না।সুস্থতা,অসুস্থতা, ভ্রমন,যুদ্ধ, ভয়- সব অবস্থাতেই সালাত আদায় করতে হয়।তবে ইসলামের সৌন্দর্য হলো- এটি মানুষের সক্ষমতা ও বাস্তব অবস্থাকে বিবেচনায় রাখে।এজন্যই শরিয়ত অসুস্থ ও অক্ষম ব্যক্তির জন্য সহজ পদ্ধতি নির্ধারন করেছে। বর্তমান যুগে মসজিদে চেয়ারে বসে সালাত আদায়ের প্রবণতা বহুগুণ বেড়েছে। বিশেষত হাঁটুর ব্যথা,ডায়াবেটিস, পক্ষাঘাত,বার্ধক্য ও বিভিন্ন শারীরিক জটিলতার কারনে বহু মুসল্লী চেয়ার ব্যবহার করছেন। কিন্তু বাস্তবে দেখা যায় - অনেকেই শরয়ী প্রয়োজন ছাড়া চেয়ার ব্যবহার করছেন।

১:দাড়িয়ে সালাত আদায়ের হুকুম

ফরজ সালাতে দাঁড়ানো (কিয়াম)সক্ষম ব্যক্তির জন্য ফরজ।
আল্লাহ বলেন -

তোমরা আল্লাহর জন্য বিনীতভাবে দাঁড়াও
সূরা আল বাকারা: ২৩৮
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন
দাঁড়িয়ে সালাত আদায় কর, যদি সক্ষম না হও,
তবে বসে তাও না পারলে কাত হয়ে।

সহিহ আল - বুখারী, হাদিস ১১১৭
এই হাদিস হলো অসুস্থ ব্যক্তির সালাতের মূল ভিত্তি

২: কারা চেয়ারে বসে সালাত আদায় করতে পারবেন

নিম্নোক্ত অবস্থায় চেয়ার ব্যবহার জায়েয।

(১)দাঁড়ালে তীব্র কষ্ট হয়

যেমন:
.কোমরের ব্যথা,জয়েন্টে তীব্র ব্যথা
.হাঁটুর সমস্যা
.আর্থ্রাইটিস
.অপারেশনের পর দুর্বলতা
.দাঁড়ালে মাথা ঘোরা বা পড়ে যাওয়ার আশঙ্কা
.বার্ধক্য জনিত অক্ষমতা
.সিজদা করলে ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা
.ডাক্তারি পরামর্শ অনুযায়ী মাটিতে বসা নিষেধ

তবে সামান্য কষ্ট পাওয়ার কারণে চেয়ার ব্যবহার করা ঠিক নয়

৩.সালাতের মূলনীতি: যতটুকু সম্ভব আসল নিয়ম বজায় রাখা

শরীয়তের নীতি হলো

“যা সম্ভব, তা আদায় করতে হবে, যা অসম্ভব তা মাফ “।

অতএব যে ব্যক্তি কিছু অংশ দাঁড়িয়ে পড়তে পারে, তাকে সে অংশ দাঁড়িয়ে করতে হবে!

নামাজে বৈঠকের যে বিধান রয়েছে তার অর্থই হলো, জমিন বা সমতলে বসা। আর সিজদা, যা মূলত নামাজের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ রুকন। এর হাকীকতই হচ্ছে, শরীরের উপরের অংশ নিচু হওয়া আর পেছনের অংশ উঁচু হওয়া। সিজদার পদ্ধতি সম্পর্কে হাদিস শরীফে এসেছে, আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা.বলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন,

আমাকে সাতটি অঙ্গ দ্বারা সিজদা করতে (আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে) আদেশ করা হয়েছে।

কপাল ও নাক, দুই হাত,দুই হাঁটু, দুই পায়ের আঙ্গুল সমূহ।(সহীহ বুখারী,হাদিস ৮১২)

এই হাদিস থেকে এটি স্পষ্ট যে, এই সাত অঙ্গ ব্যবহার করে সিজদা করলে তা পরিপূর্ণ সিজদা হবে এবং আল্লাহতালা এভাবে সিজদা করার হুকুম প্রদান করেছেন। আর নিচে বসে সমতলে সিজদা করার দ্বারাই এ হুকুম আদায় হয়। চেয়ারে বসে এভাবে সিজদা আদায় করা সম্ভব নয়।

৪.কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ অবস্থা

১.দাঁড়াতে পারেন কিন্তু সিজদা করতে পারেন না

তাহলে

.তাকবীরে তাহরিমা ও কিয়াম দাঁড়িয়ে করবেন

.রুকু সম্ভব হলে রুকু করবেন

.এরপর চেয়ারে বসে ইশারায় সিজদা করবেন

২.দাঁড়াতে পারেন না কিন্তু মাটিতে বসতে পারেন

তাহলে চেয়ার নয়, মাটিতে বসেই সালাত আদায় করা উত্তম

৩.রুকু করতে পারেন কিন্তু সিজদা পারেন না

.রুকু স্বাভাবিক ভাবে করবেন

.সিজদা ইশারায় করবেন

.সিজদার ইশারা রুকুর চেয়ে বেশি লিচু হবে

৪.একেবারেই নড়াচাড়া করতে অক্ষম

তাহলে মাথার ইশারায় সালাত আদায় করবেন

৫/চেয়ারে সালাত আদায়ের সঠিক পদ্ধতি

১) দাঁড়াতে পারলে দাঁড়িয়ে তাকবীরে তাহরীমা,,যদি কিছু সময় দাড়াতে পারেন,তাহলে দাড়িয়ে সালাত শুরু করবেন।এরপর কষ্ট হলে বসবেন।

২) রুকু,,সম্ভব হলে স্বাভাবিক রুকু করবেন।না পারলে সামনের দিকে ঝুকে ইশারা করবেন।

৩) সিজদা,,, সম্ভব হলে মাটিতে সিজদা করা ফরজ।চেয়ারে বসে শুধুমাত্র ইশারায় সিজদা তখনই বৈধ হবে যখন মাটিতে সিজদা করা সম্ভব নয়।সিজদার ইশারা রুকুর চেয়ে বেশি নিচু করতে হবে।

৬)টেবিল বা উঁচু কিছুর উপর সিজদা করা

অনেককে দেখা যায় সামনে টুল/ টেবিল রেখে তার উপর মাথা রাখেন।অধিকাংশ আলেমের মতে এটি সুন্নাহ পদ্ধতি নয়।বরং ইশারায় সিজদা করবেন।

এ বিষয়ে জাবির ইবনে আবদুল্লাহ থেকে বর্নিত আছে,

নবী (স.) এক অসুস্থ ব্যক্তিকে বালিশের উপর সিজদা করতে দেখে তা সরিয়ে দিলেন এবং ইশারায় সালাত আদায়ের নির্দেশ দিলেন।(আল বায়হাকী)

৭)চেয়ারে বসলে চেয়ার কোথায় রাখবেন?

মসজিদে জামাতে সালাতের সময় -

. যদি ব্যক্তি দাঁড়াতে পারেন কিন্তু বসেন শুধু রুকু সিজদার জন্য, তাহলে কাতারে দাঁড়ানোর স্থান বিবেচিত হবে তার পা।
. আর যদি পুরো সালাত বসে পড়েন, তাহলে কাতার বিবেচিত হবে তার বসার স্থান। চেয়ার যেনো অন্য মুসল্লিদের কষ্টের কারন না হয়।
অসুস্থ হলেই চেয়ারে নামাজ জায়েজ হয়ে যায় না। এখানে বিশেষভাবে লক্ষ্য নিয়ে যে, বর্তমানে সামান্য অসুস্থতা, সামান্য দুর্বলতা হালকা ব্যথা বেদনার অজুহাতে, চেয়ারে বসে নামাজ আদায়ের প্রবণতা অনেকের মধ্যে লক্ষা করা যাচ্ছে। দিন দিন এ প্রবণতা বেড়েই চলেছে। ফলে মসজিদে মসজিদে চেয়ারের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। অথচ চেয়ারে বসে নামাজ আদায়কারীদের মধ্যে এমন লোকও থাকেন। যারা হাঁটাচলা ওঠাবসা থেকে শুরু করে দৈনন্দিন কাজকর্ম স্বাভাবিকভাবেই করে যাচ্ছেন। কিন্তু নামাজের সময় তারা মাজুর হয়ে চেয়ার নিয়ে বসে পড়েন। ভালোভাবে মনে রাখা দরকার যে কোন অসুস্থতার কারণেই চেয়ারে বসে নামাজ জায়েজ হয়ে যায় না।

৮) ফরজ ও নফল সালাতের পার্থক্য

ফরজ সালাত- সক্ষম ব্যক্তির জন্য দাঁড়ানো ফরজ।অকারনে বসে সালাত সহীহ হবেনা

নফল সালাত- নফল বসে পড়া জায়েয, যদিও দাড়িয়ে পড়লে বেশি সওয়াব।
হাদীস,
বসে সালাত আদায় কারী দাড়িয়ে সালাত আদায়কারীর অর্ধেক সওয়াব পাবে।(সহীহ বুখারী,সহীহ মুসলিম)

৯) বিমান,বাস,ট্রেন,ও অফিসে চেয়ারে সালাত আদায়

যদি,

নামাজের সময় শেষ হওয়ার আশঙ্কা থাকে

দাঁড়ানো অসম্ভব হয়

কিবলামুখী হওয়া কঠিন হয়

তাহলে সক্ষমতা অনুযায়ী আদায় করবেন,

আল্লাহ বলেন: তোমরা যথাসাধ্য আল্লাহকে ভয় কর।(সূরা আত- তাগাবুন ৬৪:১৬

১০) বসে সালাতের মৌলিক হাদীস

ইমরান ইবন হুসাইন (রা.)- এর হাদিস

ইমরান ইবন হুসাইন বলেন:

আমার অর্শরোগ ছিলো, আমি নবী (স.) কে জিগ্যেস করলাম। তিনি বললেন,
দাড়িয়ে সালাত আদায় কর।যদি সক্ষম না হও বসে।যদি তাও না পার,কাত হয়ে (সহীহ আল বুখারী,হাদীস **১১১৭**)

১১) অবৈধ বা অনুচিত অবস্থাসমূহ

সামান্য ব্যথা

অলসতা

অভ্যাসবশত চেয়ার ব্যবহার

সুস্থ হয়েও দাঁড়াতে অনীহা

১২) যাদের জন্য চেয়ারে বসে নামাজ পড়া নাজায়েজ

১. যে ব্যক্তি শরীয়তের দৃষ্টিতে মাযূর নয়,অর্থাৎ কিয়াম,রুকু- সিজদা করতে সক্ষম, তার জন্য যমিনে বা চেয়ারে বসে নামায আদায় করাই জায়েজ নয়।অথচ কখনো কখনো দেখা যায়,এ ধরনের সুস্থ ব্যক্তিও সামনে চেয়ার পেয়ে চেয়ারে বসে নামাজ আদায় করে নেয়। ফলে তার নামাজই হয়না।

২. শুধু আরামের জন্য অথবা মামুলি কষ্টের বাহানায় চেয়ারে বসে নামায পড়লে নামাজ আদায় হবেনা।এমনকি যমিনে বসে পড়লেও আদায় হবেনা।

৩)যার পায়ে বা কোমরে ব্যাথা। দাঁড়িয়ে স্বাভাবিক নিয়মে রুকু সিজদা করে নামাজ পড়লে শরীরে ব্যাথা লাগে।কিন্তু তার ব্যাথা এই পরিমাণে নয় যে, তা অনেক বেশি। যা সহ্যের বাইরে,বরং এ ব্যাথা নিয়ে সে কিয়াম ও রুকু সিজদা করে নামাজ পড়তে পারে তবে তার জন্য ও জমিনে বা চেয়ারে বসে নামাজ পড়ার কোন সুযোগ নেই। এমন করলে নামাজ আদায় হবে না

৪) যে কিছুটা অসুস্থ। কিন্তু তার অসুস্থতা এ পর্যায়ের নয় যে, সে কিয়াম ও রুকু সিজদা করে নামাজ পড়তে সক্ষমই নয়,বা এভাবে নামাজ পড়লে তার রোগ বেড়ে যাবে কিংবা রোগ নিরাময় হতে বিলম্ব হবে এমনও নয়। এমন অল্প অসুস্থতার অজুহাতে জমিনে বা চেয়ারে বসে নামাজ পড়লে নামাজ আদায় হবে না।

৫) যে ব্যক্তি নামাজে কিয়াম তথা দাঁড়িয়ে নামাজ পড়তে সক্ষম, আবার জমিনে বা সমতলে বসতেও পারে এবং যমিনে সিজদাও করতে পারে, কিন্তু নামাজে দাড়ানো অবস্থা থেকে বসতে পারেনা,তেমনি বসলে আবার দাড়াতে পারেনা তার জন্য ও চেয়ারে বসে পড়া জায়েয নয়।বরং সে পুরো নামাজ নিচে বসে আদায় করবে,যাতে যথানিয়মে যমিনে সিজদা করতে পারে,নতুবা তার নামাজ সহীহ হবেনা।

১৩) পুরো নামাজ যার জন্য চেয়ারে বসে পড়া জায়েয

যে ব্যক্তি নামাজের কিয়াম,রুকু সিজদা ও কা'দা (তাশাহহুদের জন্য বসা) কোনোটিই স্বাভাবিকভাবে আদায় করতে সক্ষম নয়।বরং শুধু চেয়ারেই বসতে পারে কেবল এমন অসুস্থ ব্যক্তির জন্য পুরো নামাজ চেয়ারে বসে আদায় করা জায়েজ।
কিন্তু এক্ষেত্রে বিশেষ ভাবে লক্ষনীয় যে,এই ব্যক্তি যে কিয়াম, রুকু সিজদা ও কা'দা (বৈঠক) সবগুলোই যথানিয়মে স্বাভাবিকভাবে আদায় করতে সক্ষম নয় তা বাস্তব ও সুপ্রমাণিত হতে হবে।এর জন্য ডাক্তারের পরামর্শের পাশাপাশি কোনো মুফতি সাহেবকে নিজের অবস্থা পুরোপুরি জানিয়ে তার থেকে মাসআলা নিয়ে সে অনুযায়ী আমল করবে। নতুবা নিজে নিজে ভুল সিদ্ধান্ত গ্রহণের কারণে কখনো নামাজ নাও হতে পারে।

যে ব্যক্তি দাঁড়িয়ে নামাজ আদায় করতে অক্ষম তার জন্য বিকল্প পদ্ধতি হলো, জমিনে বসে তা আদায় করা। আর যে রুকু সিজদা করতে অক্ষম তার জন্য বিকল্প পন্থা হ্যালো হলো,ইশারায় রুকু সিজদা আদায় করা। আর যে ব্যক্তি জমিনে বসতে অক্ষম তার জন্য জমিনে বসে কা'দা আদায়ের বিকল্প হলো চেয়ারে বসা।

১৪) চেয়ারে বসে নামাজের ক্ষেত্রে সিজদা আদায়ের পদ্ধতি

যে ব্যক্তি জমিনে সিজদা করতে অক্ষম তার ব্যাপারে হুকুম হল, সে ইশারায় সিজদা আদায় করবে। এমন মাযূর ব্যক্তি যদি বাস্তব ওযরেই চেয়ারে বসে নামাজ আদায় করে তাহলে সেও ইশারায় সিজদা করবে। সামনে তক্তা বা টেবিল রেখে তাতে সিজদা করবেনা।কেননা সিজদার জন্য সামনে টেবিল বা উঁচু বস্তু রাখা এবং তাতে সিজদা করার কোনো বিধান হাদিস দারা প্রমাণিত নয়।অবশ্য এর দ্বারা যেহেতু ইশারার কাজ হয়ে যায় ফলে নামাজ আদায় হয়ে যাবে।উল্লেখ্য, ইশারায় সিজদা আদায় করার নিয়ম হল,রুকুর জন্য মাথা যতটুকু ঝোকাবে সিজদার জন্য তার চেয়ে একটু বেশি ঝোঁকানো।

আর সিজদার জন্য ইশারা করার সময় হাত হাঁটুতেই রাখবে।কেউ কেউ তখন যমিনে সিজদা করার মত হাত চেহারা বরারবর রাখে।এটি ভুল

উপসংহার :

অধিকাংশ ক্ষেত্রে চেয়ারে বসে নামাজ আদায় করা একেবারেই নাজায়েজ। এসব ক্ষেত্রে নামাযই শুদ্ধ হয়না।কোনো কোনো ক্ষেত্রে নামাজের আংশিক চেয়ারে বসে আদায় করলে যদিও নামাজ ফাসেদ হয়না, কিন্তু তা মাকরুহ।কেবল একটি ক্ষেত্র এমন,যেখানে চেয়ারে বসে নামাজ আদায় করলে নামাজ আদায় ও হয়ে যায় এবং মাকরূহ ও হয় না।

এ বাস্তবতাটি যদি আমরা যথাযথ উপলব্ধি করতে পারি তাহলে এ বিষয়টি বুঝতে আমাদের কোনো সমস্যা হওয়ার কথা নয় যে,বর্তমানে মসজিদগুলোতে চেয়ারের যে ভিড় পরিলক্ষিত হচ্ছে এবং দিন দিন বেড়েই চলেছে এটা কেবল এজন্যই যে মাসআলা জানা না থাকার কারনে এমন অনেক মুসল্লি ও নামাজে চেয়ার ব্যবহার করে থাকেন,যাদের জন্য চেয়ার ব্যবহারই জায়েজ নয়।

যেই কঠিন প্রয়োজনে নামাযে চেয়ার ব্যবহারের সুযোগ বের হয়ে আসে, সেক্ষেত্রে এ বিষয়টির প্রতিও খেয়াল রাখা চাই।যদি উঁচু মোড়া,টুল ব্যবহারে কাজ হয়ে যায় তাহলে চেয়ার ব্যবহার করবেনা।তেমনিভাবে হাতলবিহীন চেয়ারে যদি কাজ সেরে যায়, তাহলে হাতলযুক্ত চেয়ার ব্যবহার থেকে বিরত থাকবে।

আল্লাহতায়ালা আমাদেরকে সুস্থ জীবন দান করুন।সর্বক্ষেত্রে নবী কারীম (স.), খুলাফায়ে রাশেদীন এবং সাহাবায়ে কেরামের সুন্নত অবলম্বন করার তাওফিক দান করুন।বিদআত থেকে দূরে রাখুন।আমীন

এর ২৩৮ নং আয়াত:

حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَىٰ وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ

উচ্চারণ:

Hāfiẓū ‘alaṣ-ṣalawāti waṣ-ṣalātil-wusṭā wa qūmū lillāhi qānitīn।

অর্থ:

“তোমরা সকল সালাতের প্রতি যত্নবান হও, বিশেষভাবে মধ্যবর্তী সালাতের; এবং আল্লাহর সামনে বিনীতভাবে দাঁড়াও।”

— (সূরা আল-বাকারা, ২:২৩৮)

হাদিসটি হলো—

،عن عمران بن حصين رضي الله عنه قال :كانت بي بواسير، فسألت النبي ﷺ عن الصلاة فقال:

«صَلِّ قَائِمًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ»

বাংলা অর্থঃ

ইমরান ইবন হুসাইন (রাঃ) বলেন, আমার অর্শরোগ ছিল। আমি নবী ﷺ-কে সালাত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বললেন—

"দাঁড়িয়ে সালাত আদায় কর। যদি তা না পারো তবে বসে। আর যদি তাও না পারো তবে কাতে (পার্শ্বে) শুয়ে।"

— , হাদিস নং **১১১৭**

সূরা এর সূরা তাগাবুন (৬৪:১৬) আয়াতটি হলো—

فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَاسْمَعُوا وَأَطِيعُوا وَأَنْفِقُوا خَيْرًا لِأَنْفُسِكُمْ ۗ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

বাংলা অর্থঃ

"অতএব তোমরা সাধ্যানুযায়ী আল্লাহকে ভয় কর, শুনো, আনুগত্য কর এবং ব্যয় কর; এটা তোমাদের নিজেদের জন্যই কল্যাণকর। আর যারা নিজেদের কৃপণতার হাত থেকে রক্ষা পায়, তারাই সফলকাম।"

— সূরা আত-তাগাবুন, আয়াত **১৬**